রঙ্গপট

নাট্যপত্র ২০২৩

বাঙ্গালা সাধারণ রঙ্গালয়ের ১৫০ বছর

নাট্যপত্র ২০২৩

বিংশতিতম সংখ্যা

সম্পাদক

ডা. তপনজ্যোতি দাস

সম্পাদনা সহযোগী

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ

কমল সাহা

রেখাঙ্কন

তাপস কোনার

অক্ষরস্থাপন

সুব্রত রায়। রঙ্গপট প্রকাশন • অরিন্দম দাশ। যাত্রাপথে

স্থির চিত্র

মদনমোহন সামন্ত । অলীপ হালদার

প্রকাশনা সহায়তা

রাজীব বর্ধন। হরিকমল পাল। ড. শ্যামলী মুখোপাধ্যায়। মৌমিতা চক্রবর্তী

বিপণন

মৌহারি। ৫১ সেন্ট্রাল রোড, যাদবপুর, কলকাতা- ৩২

মুদ্রণ

শ্রেয়ান্স। মিস্ত্রী কোম্পানি। ৮১/১ রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা-৯২

রঙ্গপট নাট্যদলের পক্ষে : আশিষ কর্মকার কর্তৃক ৬৮এ/১৭৪, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক রোড, কলকাতা-৯২ থেকে **প্রকাশিত**

সূচি

রঙ্গপট নাট্যপত্র। বিংশতিতম সংখ্যা। ২০২৩

ক্রোড়পত্র	কলিকাতা সাধারণ রঙ্গালয় : একটি সমীক্ষা	: কমল সাহা	১৭
আলাপচারিতা	পেশাদার রঙ্গালয় সম্পর্কে কিছু কথা	: বিভাস চক্রবর্তী	২৪৩
নিবন্ধসমূহ	সাধারণ রঙ্গালয়ের সূচনা- এক প্রস্তাবনা		
	পেশাদারী বঙ্গনাট্যাভিনয় : উৎপল দত্তের ভূমিকা	: চন্দন সেন	২৫৩
	পেশাদারী মঞ্চ : সেই রংবাহার!	: অরিন্দম গাঙ্গুলী	২৭৯
	দেহপট সনে 'নটী' সকলি হারায়	: ড. সুকৃতি লহরী	২৮৫
	সাধারণ রঙ্গালয়ের দেড়শ বছর : মুসলিম সমাজের অবস্থান	: কুন্তল মুখোপাধ্যায়	২৯১
	একশ পঞ্চাশের খণ্ডচিত্র	: দেবাশিষ মজুমদার	২৯৫
	পাণ্ডুলিপি, তুমি কার ?	: উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়	৩০১
	সাধারণ রঙ্গালয়ের ১৫০ বছর : সমাজজীবনে গ্রথিত শিকড়	: প্রবাল কুমার বসু	৩০৫
	থিয়েটার : প্রজায় রাজায়	: ময়ূরী মিত্র	৩১১
	সাধারণের জন্য থিয়েটার : একটি মিথ	: গৌরাঙ্গ দণ্ডপাট	৩১৯
	সাধারণ রঙ্গালয় : সংঘাত-অন্তর্ঘাত-দুঃসংঘাত	: শুভঙ্কর রায়	৩২৭
	থিয়েটারের আকাশে সুরে সুরে	: সুচরিতা বড়ুয়া চট্টোপাধ্যায়	৩৪৩
নাটক	পাঁচফোড়ন	: শর্মিলা মৈত্র	৩৪৭
	# গত সংখ্যায় যান্ত্রিক অনবধনতায় এই নাটকটি অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছিল বলে আমরা দুঃখিত। তাই এবছর নতুন করে সম্পূর্ণ আকারে পুনর্মুদ্রিত হল।		
প্রতিবেদন	রঙ্গপট পরিক্রমা	রঙ্গপট বর্ষকথা	৩৭১

বিষয়-বক্তব্য ও তথ্য রচনাকারের নিজস্ব। বিনা অনুমতিতে রঙ্গপট নাট্যপত্রে প্রকাশিত নিবন্ধ-নাটক-চিত্র প্রভৃতির আংশিক বা পূর্ণ আত্তীকরণ অবৈধ

দেহপট সনে 'নটী' সকলি হারায়

: ড. সুকৃতি লহরী

১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর 'সাধারণ রঙ্গালয়'-এর দরজা খুলে গেল। সমস্ত মানুষের প্রবেশাধিকার সেখানে। রইল না ভেদ-বিভেদের জায়গা। *নীলদর্পণ* নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে এই রঙ্গালয়ের যাত্রা শুরু। গত ২০২২-এর ৭ ডিসেম্বর থেকে সাধারণ রঙ্গালয়ের দেড়শ বছর উদ্‌যাপনের নানা আয়োজন চারপাশে শুরু হয়েছে। এই ঐতিহাসিক ঘটনা, অর্থাৎ জাতীয় রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধনের মাত্র কয়েক মাস পরেই কিন্তু ঘটে গিয়েছিল আরও একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ১৮৭৩ সালের আগস্ট মাসে বেঙ্গল থিয়েটারের উদ্যোগে মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রেরণায় থিয়েটারের মঞ্চে স্থায়ীভাবে আগমন ঘটেছিল অভিনেত্রীদের। যে চারজন অভিনেত্রীর কথা আমরা জানতে পারি তাঁরা হলেন—গোলাপসুন্দরী, এলোকেশী, জগত্তারিণী ও শ্যামা। সোনার সিংহদ্বার খুলে গেল! তবু গেল গেল রব উঠল সমাজে। কেননা এঁরা সবাই এসেছিলেন পতিতালয় থেকে। সমাজ তো প্রস্তুত ছিল না। তাঁদের বিরুদ্ধে এমন কথাও শোনা গেল, 'এ দেশে কুলজা কামিনীকে অভিনেত্রীরূপে প্রাপ্ত হওয়া এক কালেই অসম্ভব, স্ত্রী অভিনেত্রী সংগ্রহ করিতে গেলে কুলটা বেশ্যাপল্লী হইতেই আনিতে হইবে। ভদ্র যুবকগণ আপনাদের মধ্যে বেশ্যাকে লইয়া আমোদ করিবে, বেশ্যার সঙ্গে একত্র সাজিয়া রঙ্গভূমিতে রঙ্গ করিবেন, বেশ্যার সঙ্গে নৃত্য করিবেন, ইহাও কি কর্ণে শুনা যায়? ইহাও কি সহ্য হয়? ইহাও যে রাজধানীতে—এত সুশিক্ষা সদুপদেশ ও সভ্যতার মধ্যে কোনও সম্প্রদায় কর্তৃক অনায়াসে অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইহা অপেক্ষা বিস্ময় ও আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে?' এই ঘটনার কারণেই বিক্ষুব্ধ হয়ে স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় থিয়েটারের সংস্পর্শ ত্যাগ করেন। কিন্তু অভিনেত্রীরা রয়ে গেলেন। নিজেদের প্রমাণিত করলেন তাঁদের শ্রম-নিষ্ঠা আর আত্মনিবেদনে। বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে তাঁদের ডাক পড়ল। পতিতালয় থেকে উঠে এলেন তাঁরা মঞ্চের আলোকিত বৃত্তে। অর্থোপার্জনে স্বাবলম্বী হলেন। এ এক অন্য আকাশ, অন্য আলো, অন্য ভুবন। আর বাংলার মঞ্চ সাবালক হল। ১৮৭৩-এর আগস্ট থেকে ২০২৩-এর আগস্ট—অভিনেত্রীদের স্থায়ী আগমনের দেড়শ বছর! এই সময়ে আমরা কি সজাগ? নাকি একটু অন্যমনস্ক?

লিয়েবেদেফ কিংবা নবীনচন্দ্র বসু অথবা হাওড়ার 'ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে'এর পর বাংলার প্রথম স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ 'বেঙ্গল থিয়েটার' থেকে যে অভিনেত্রীদের পথচলা শুরু হল, তাঁরা যেমন তাঁদের শিক্ষাগুরুদের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্যে নিবেদিত ছিলেন, তেমনি মঞ্চের আলো, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, অর্থ তাঁদের এক অন্য জীবনের দরজা খুলে দিয়েছিল। দেহোপজীবিণীর পিছুটান ছাড়তে পারা সম্ভব হয়নি হয়তো তবু তো এই রঙ্গমঞ্চ এক স্বাধীনতার আকাশ। দর্শকের করতালিতে যুদ্ধজয়ের দামামা। তবু বিসর্জনের সুর সবসময়ই বিষাদের-বড় বেদনার। সাধারণ রঙ্গালয়কে যে অভিনেত্রীরা প্রতিদিন হাজারো প্রদীপে আলোকিত করেছেন তাঁদের শেষের দিনগুলো বড় অন্ধকার-হতাশা-নিরাশা-অভাব-অনটনের ছিন্ন কাঁথায় মোড়া। অভিনেত্রীদের সাফল্যের ইতিহাস আমরা অনেকেই জানি—পড়েছিও। আজ শুধু তাঁদের শেষের সেই দিনগুলোর পাতা উলটিয়ে ফিরে দেখব। দেড়শ বছর অতিক্রান্ত, তবু যেন মনে হয় এই তো সেদিন এই নারীরাই তো শুরু করেছিলেন মঞ্চের নারীত্ব প্রতিষ্ঠার প্রথম অধ্যায়, প্রথম লড়াই।

'বেঙ্গল থিয়েটার'-এ একেবারে শুরুতেই এসেছিলেন গোলাপসুন্দরী। যিনি পরে *শরৎ-সরোজিনী* নাটকে সুকুমারীর চরিত্রে অভিনয় করে হয়ে উঠলেন সুকুমারী। মেয়েদের মধ্যে তিনিই তো লিখলেন নাটক *অপূর্বসতী*। প্রথম মহিলা নাটককারের মর্যাদার অধিকারিণী তিনিই। যদিও এ বিষয়ে ভিন্ন মতও শোনা যায়। প্রতিবাদী নাটককার উপেন্দ্রনাথ দাসের চেষ্টায় তাঁর বিবাহ হয় গোষ্ঠবিহারী দত্তের সঙ্গে। এই বিয়ে নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল সমাজ, কেননা গোষ্ঠবিহারী সুবর্ণবণিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত। *সুরেন্দ্র-বিনোদিনী*, *শরৎ-সরোজিনীর* স্রষ্টা উপেন্দ্রনাথ দাসের ভাবনায় প্রগতিশীলতা থাকলেও,